সদরঘাটে বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলায় জবি শিক্ষার্থীসহ আহত ৯, মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার



সংগৃহীত ছবি

ঢাকার সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের ওপর বিএনপি-ঘনিষ্ঠ নেতাকর্মীদের হামলার ঘটনায় অন্তত নয়জন আহত হয়েছেন। হামলার সূত্রপাত ঘটে বরিশালগামী সুন্দরবন-১২ লঞ্চে কেবিন ভাড়া নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে। ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা লঞ্চ ঘেরাও করে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর করলে ঢাকা-বরিশাল রুটে লঞ্চ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ঘটনার পর শিক্ষার্থীদের পাঁচ দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মূল অভিযুক্ত কিরণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে সদরঘাটের ১ নম্বর ঘাটে সুন্দরবন-১২ নামের একটি লঞ্চে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের ১৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী নাবিল লঞ্চটিতে কেবিন ভাড়া না নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানালে, লঞ্চে নিয়োজিত বিএনপি-ঘনিষ্ঠ শ্রমিকরা তাকে জোর করে কেবিন ভাড়া নিতে চাপ দেয়।

নাবিল আপত্তি জানালে কিরণ নামে এক ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা তাকে মারধর করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কিরণের নেতৃত্বে আজিজুল, রমজান, রফিক, কাদের, রাব্বি, আনিছ ও সাগরসহ আরও কয়েকজন এই হামলায় অংশ নেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসা সহপাঠীরাও হামলার শিকার হন।

আহত শিক্ষার্থীরা হলেন—নাবিল (ফিন্যান্স), শের আলী (আইএমএল), ব্রজ গোপাল রায় (সংগীত), জিলন (এমসিজে), ইমরোজ সিদ্দিক (আইন), আনিছ (থিয়েটার), টিঙ্কু (ফিলোসফি), মাকসুদুল হক (ইসলামিক স্টাডিজ), রিহাব (কবি নজরুল কলেজ) ও মুজাহিদ (সোহরাওয়ার্দী কলেজ)। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে স্থানীয় সুমনা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা লঞ্চ ঘেরাও করে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর চালান। এতে সদরঘাটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে এবং যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। বরিশালগামী যাত্রী রাজীব বলেন, "আমরা টিকিট কেটে লঞ্চে উঠেছিলাম। হঠাৎ সংঘর্ষে সবাই আতঙ্কে পড়ে দৌঁড়াতে শুরু করে। এখন বুঝতে পারছি না আমরা যাত্রা করতে পারব কি না।"

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচজনকে আটক করে। কোতোয়ালি থানার ওসি মনিরুজ্জামান বলেন, “ঘটনাটি তদন্তাধীন। আইনি প্রক্রিয়ায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঘটনার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. তাজাম্মুল হক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের খোঁজখবর নেন এবং জানান, শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছে।

শিক্ষার্থীদের দাবিসমূহ:

১. কিরণকে দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে।

২. হামলায় অংশ নেওয়া তার সহযোগীদেরও গ্রেফতার করতে হবে।

৩. ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করতে হবে।

৪. আহতদের ক্ষতিপূরণ এবং খোয়া যাওয়া মোবাইল-মানিব্যাগ ফেরত দিতে হবে।

৫. সাধারণ যাত্রীদের হয়রানি ও কুলিদের অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ করতে হবে।

পরে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার মূল অভিযুক্ত কিরণকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।